মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতাই বিএনপি সমর্থক্দের মামলায় জামায়াতের তিনজন গুরুত্বর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শুক্রবার গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজারে।

আহতরা হলেন-একই এলাকার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে উজ্জ্বল হোসেন, ইয়ার আলীর ছেলে মাসুদ রানা ও ঝন্টু আলীর ছেলে জুয়েল আহমেদ।

আহত উজ্জ্বল হোসেন বলেন, আমরা বাজারে চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিলাম এমন সময় বিএনপি সমর্থিত রিপন হোসেন আমাকে বলে জামায়াত এতো ভোট পাইলো কি করে? তারপর আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রিপন ও তার লোকজন মিলে আমাদের উপর অর্তকিত হামলা চালায়। এবং আমাদের বেধড়ক মারধর করে।

পরে স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

স্থানীয় রকিব হোসেন বলেন, আমরা পাশের দোকানে বসে ছিলাম এমন সময় দেখি বেশ কয়েকজন মিলে ধস্তাধস্তি ও মারামারি করছে। আমরা পরবর্তীতে উভয় পক্ষকে থামিয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার তথ্য পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ পৌঁছেছে। বতর্মানে উক্ত এলাকার পরিস্থিতি সাভাবিক। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কে হাসবেন বিজয়ের হাসি, কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে হাসবে বিজয়ের হাসি। সেই ক্ষণে উপস্থিত ভোটাররা। মেহেরপুর -১ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মাসুদ অরুন না কি তাজ উদ্দীন আহমেদ বিজয়ী হবেন দিন পার হলেই ভোটের ফলাফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। একই ভাবে মেহেরপুর-২ আসনেও আমজাদ হোসেন নাকি নাজমুল হুদা একই চিত্র ভোটের মাঠে। তবে নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে, মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ভোট দেবেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন ভোট দেবেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। এছাড়া সিপিবি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমান ভোট দেবেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ ভোট দেবেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে।

এদিকে, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী ভোট দেবেন দেবিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট পেবেন।

দামুড়হুদায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর নেতৃত্বে দামুড়হুদায় অনুষ্ঠিত হলো বিশাল নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল।

হাজার হাজার নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

দুপুরের পর থেকেই দামুড়হুদা উপজেলা শহরে মিছিলের নগরিতে পরিণত হয়। দলীয় স্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ। চারদিক থেকে আসা মানুষের ঢলে পুরো দামুড়হুদা উপজেলা উৎসবমুখর পরিবেশে রূপ নেয়। স্থানীয়দের মতে, অতীতে কখনোই দামুড়হুদায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম দেখা যায়নি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, এই জনসমুদ্র প্রমাণ করে দামুড়হুদার মানুষ পরিবর্তন চায়, গণতন্ত্র চায়, ভোটের অধিকার ফিরে পেতে চায়। দেশের মানুষ আজ দমন-পীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ইনশাআল্লাহ, জনগণের শক্তিতেই বিজয় অর্জিত হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সবার আগে নারীর ক্ষমতা ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করা হবে। জামায়াতে ইসলাম নারীর যে অধিকারের কথা বলছে তা একদম ভুয়া, কারণ জামায়াত এই নির্বাচনে ৩০০ আসনের একটিতেও নারী নেতৃত্ব দেয়নি এবং কেন্দ্রীয় ভাবে নারী নেতৃত্বে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নির্বাচনে যার ভোট সে নিজে প্রয়োগ করবে, তাই তিনি বলেন এই জনসমাবেশ থেকে সবাই বাড়ি গিয়ে নিজের মা-বোন নিজের পরিবারের ভোটগুলো আগে নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যেন ভুল বুঝিয়ে জান্নাতের টিকিট দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

জনসভা ও গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী মোজাম্মেল হক এর ছেলে মিথুন সহ যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এ জনসভা ও গণমিছিল ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতির দৃঢ় প্রত্যয়।

দর্শনায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল

দর্শনায় বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর ধানের শীষ প্রতিকের পক্ষে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টায় দলীয় স্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো দর্শনা

দর্শনা আল হেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে ধানের শীষের পক্ষে একটি বিশাল মিছিল বের হয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার ৩ রাস্তার মোড়ে এসে শেষ হয়। দর্শনা থানা এলাকার ৬টি ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভার হাজার হাজার মানুষ ধানের শীষের মিছিলে অংশ নেয়। এসময় দর্শনা শহরের হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতির ফলে ব্যপক যানজোট সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় দর্শনা মুজিবনগর সড়কে শত শত যানবহন অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

দর্শনা শহরের পুরাতন তিন রাস্তার মোড়ে এসে মিছিলটি শেষ করে মিছিলে অংশ গ্রহনকারীদের উদ্যোশে বক্তব্য রাখেন, নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ (মুকুল), দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সিনিয়ার সহ-সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ও দর্শনা পৌর সমন্বয়ক প্রভাষক আল হাজ মশিউর রহমান।ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক।

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এ জনসভা ও গণমিছিল ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতির দৃঢ় প্রত্যয়।

বক্তারা উপস্থিত মিছিলে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সকাল সকাল সেন্টারে গিয়ে ধানের শীষে ভোট দেবেন। আপনাদের এলাকার অন্যদেরকে গুছিয়ে নিয়ে ভোট সেন্টারে পাঠাবেন। যার যার এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার মানুষকে ধানের শীষে ভোট দিতে

উদ্বুদ্ধ করবেন। এরপর উপস্থিত ধানের শীষের পক্ষে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিয়ে মিছিলের কর্মসূচি শেষ করেন।

ঝিনাইদহে একটিতে বিএনপি এগিয়ে; বাকি তিনটিতে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে।

নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার আর মাত্র ৪দিন বাকী। ধানের ক্ষেত থেকে শুরু করে মসজিদের আঙ্গিনা পর্যন্ত চলছে জয়-পরাজয়ে হিসাব নিকাশ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই আলোচনা।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না থাকলেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১০দলীয় রাজনৈতিক জোট এবং জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১দলীয় জোটসহ মোট ৩০টির মত দল নির্বাচনে অংশ গ্রহন করছে। তবে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে চলছে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতার লড়াই ।

ঝিনাইদহ ৪টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনটি আওয়ামী লীগের অধ্যষিত আসন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই আসনে বাম রাজনৈতিক দল বিশেষ করে জাসদের ব্যাপক অবস্থান ছিলো। পরবর্তীতে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন এই আসনটিতে ক্ষমতায় ছিল। এই আসনে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা খুব একটি শক্তিশালী ছিলনা। ৫ আগষ্টের পরে জামায়াত সাংগঠনিক ভাবে ফিরে এসে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাই ফলে বিএনপির পাশাপাশি এই আসনটিতে নতুন করে চোখ রাঙ্গাচ্ছে জামায়াত।

এই আসনে ৫জন প্রার্থীর মধ্যে বিএনপি মনোনীত অ্যাড. আসাদুজ্জামানের ধানের শীষ প্রতীক জয়ের ব্যাপারে এগিয়ে রাখলেও মূল

লড়াই হবে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এস এম মতিউর রহমানের দাড়িপাল্লা প্রতীকের সাথে। এই আসনে মোট ভোটার রয়েছে ৩২৫২৭৮ জন।

ঝিনাইদহ-২(ঝিনাইদহ সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ আসন। গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র এমপিদের দখলে থাকলেও তার আগের ১৫বছর বিএনপির প্রয়াত সাংসদ মশিউর রহমানের দখলে ছিল আসনটি। এই আসনে অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন এই বিএনপির প্রয়াত সাংসদ। তবে আসনটিতে জামায়াতের এমপি হওয়ারো নজির রয়েছে। দুই উপজেলার ২১টি ইউনিয়ন এবং ২টি পৌরসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ৫লাখ ৫শ আট জন। এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদ। তিনি সাবেক ছাত্রনেতা, ইউনিয়নের একাধীক বারের চেয়ারম্যান ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। ফলে তার রয়েছে ব্যাপক পরিচিতি। মাঠে প্রচার-প্রচারণায় এগিয়ে আছেন বিএনপির এই প্রার্থী।

বিপরিত দিকে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী একটি বেসরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপক আলী আজম মোঃ আবু বকর ক্লিন ইমেজের মানুষ রয়েছে শক্ত অবস্থানে। আসনটিতে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা অনেক ভাল তাছাড়া ২৪শে’র আন্দোলন পরবর্তী চাঁদাবাজী এবং লুটতরাজের বিরুদ্ধে দলীয় ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কারণে সাধারণ ভোটারদের কাছে তার ভাল অবস্থান রয়েছে বলে ধারণা করছেন সাধারণ ভোটাররা। নির্বাচনে যে কোনো দলে অল্প ভোটের ব্যাবধানে জয়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই আসনে মোট ৬জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন এর মধ্যে ধানের শীষ এবং দাড়িপাল্লার মধ্যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি।

ঝিনাইদহ-৩ (কোঁটচাদপুর-মহেশপুর) এই আসনে জামায়াতের সাথে বিএনপির ছিল সুদীর্ঘ সম্পকর্, আওয়ামী লীগ পতনের পর ক্ষমতার ভাগাভাগি ও নির্বাচণী বৈতরণী পার হতে দুদলের সম্পর্ক এখন সাপে নেওলে। আসনটিতে জামায়াতের প্রার্থীকে একটু এগিয়ে রাখলেও বিএনপি তা মানতে নারাজ, কারণ এই আসনটিতে রয়েছে বিএনপির পুরাতন ইতিহাস ও বারবার পাশ করার রেকর্ড।

আজকে যিনি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মেহেদী হাসান রনি, তিনি হলেন সাবেক দুই বারের এমপি প্রয়াত শহিদুল ইসলাম মাস্টারের ছেলে। তিনি বাবার দেখানো পথ এবং নেতা কর্মীদের একসাথে নিয়ে নির্বাচন মোকাবেলা করছেন, তিনি আশাবাদী ঝিনাইদহ-৩ আসনটি তিনি পূনরায় উদ্ধার করে তারেক জিয়াকে উপহার দিবেন। এদিকে এই আসনটি নিয়ে

জামায়াতের নিশ্চিত জয় আশা করছেন দলের নেতা কর্মীরা। এই আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হলেন, কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য অধ্যাপক মতিয়ার রহমান। তিনি একজন ভাল বক্তা এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি।

তিনি আশা করেন, এলাকার উন্নয়ন ও মানুষে মানুষে সু সম্পর্ক বজায় রাখতে জামায়াতে ইসলামের বিকল্প নেই। এই আসন ২টি উপজেলা নিয়ে গঠিত কোঁটচাঁদপুর এবং মহেশপুর। মোট ভোটার ৪লাখ একত্রিশ হাজার পনের জন।

এরমধ্যে কোটচাঁদপুরে মোট ভোটার ১লক্ষ আঠাশ হাজার এবং মহেশপুরে মোট ভোটার ৩ লাখ ২হাজার ১শ চৌষট্টি জন।

জামায়াত প্রার্থীর বাড়ি কোটচাঁদপুরে এবং বিএনপির প্রার্থীর বাড়ি মহেশপুরে হওয়ায় কিছু ভোটার আঞ্চলিক অবস্থানের কথা কথাও বিবেচনা করছেন। তবে তেমনটি হলে জামায়াতের প্রার্থী কিছুটা সংকটে পড়বে। সব মিলে আসনটিতে লড়াই হবে দ্বিমুখী। এই আসনে আরও দুজন প্রার্থীও রয়েছে।

ঝিনাইদহ-৪ (সদর-কালীগঞ্জ) এই আসনে বিএনপির একজন বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছে ফলে এখানে ত্রীমুখী লড়ায়ের সম্ভাবনা। আসনটিকে মূলত বিএনপি’র আসন হিসেবে ধরা হয়, কারণ এই আসন থেকে বিএনপির দীঘদিন ধরে জয়ের রেকর্ড রয়েছে। গত তিনটি নির্বাচন ছাড়া স্বাধীনতা পববর্তী বাকি সময় ধরে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন, গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, তিনি ঝিনাইদহ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং বিএনপিতে সদ্য যোগদানদানকারী প্রার্থী।

কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বাড়ি না হওয়ায় কালীগঞ্জবাসী তাকে মেনে নিতে পারছেন না । অপরদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক। তিনি বিএনপির ভোট ব্যাংক দখলে রেখেছেন, তাছাড়া আওয়ামী লীগের ভোটও তিনি আশা করছেন।

এছাড়া এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী হয়েছেন একটি মাদ্রাসার সুপার মাও. আবু তালেব, তিনি কালীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর। বিএনপি ভোট দুই ভাগে ভাগ হলে জামায়াত এই আসনটিতে নির্বাচিত হলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। সাধারণ ভোটারদের ধারণা আসনটিতে মূল

প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে সাইফুল ইসলাম ফিরোজের কাপ-পিরিচ এবং মাও. আবু তালিবের দাড়িপাল্লার মধ্যে। এই আসনে রয়েছে ৩লাখ তেত্রিশ হাজার ৪শ’একষট্ট্রি ভোটার।

সমাজের সুশিল বুদ্ধিজীবীদের ধারণা ঝিনাইদহ ৪টি আসনেই আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীরদের জয়-পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

ঝিনাইদহে অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে জেলা রিটানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ও পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ আফজাল জানিয়েছেন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। বিশৃঙ্খলা দমনে কয়েক স্তরে আইন শৃঙ্খলা কাজ করছে, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে তারা বদ্ধপরিকর।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান এবং ভোটকেন্দ্র পাহারার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্র পাহারা দেবেন।

রোববার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মাসুদ অরুন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা

বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় গণজাগরণের ডাক দিলেন শরিফুজ্জামান

আলমডাঙ্গায় বিএনপি’র বিশাল নির্বাচনী জনসভায় শরিফুজ্জামান শরিফ ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ারের ডাক দিলেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকাল ৩টার সময় আলমডাঙ্গা বড় ফুটবল মাঠে আয়োজিত এই সভায় নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

নির্বাচনী এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ। সভায় স্থানীয় বিএনপি’র শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি মনোনীত ধানের

শীষের প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “দেশের গণতন্ত্র রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ধানের শীষের জয়ের কোনো বিকল্প নেই।” তিনি ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।শরিফুজ্জামান শরিফ এলাকার উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র নেতা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি এ্যাড. ওয়াহিদুজ্জামান বুলা, বিএনপি নেতা খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু।

আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, বিএনপি নেতা ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, বোরহান উদ্দিন, শেখ সাইফুল ইসলাম, আনিছুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু, সেলিমুল হাবিব, সেলিম চেয়ারম্যান, মোমিন মালিতা, মীর উজ্জ্বল হোসেন, খন্দকার আব্দুল কাদের, মাগরিবুর রহমান, তন্ময় প্রমুখ।

বিশাল জনসমাগমে দুপুরের পর থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নেতা-কর্মীরা বড় ফুটবল মাঠে জড়ো হতে থাকেন।

স্লোগান ও উদ্দীপনায় সভা চলাকালীন ধানের শীষ ও বিএনপি’র সমর্থনে মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

উপস্থিত বক্তারা এই জনসভাকে আলমডাঙ্গার রাজনীতিতে এক মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন এবং আগামী নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত -৬; নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার উজলপুর গ্রামে শ্লোগান দেয়া নিয়ে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার সকালে দুটি দলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাতেই জেলা পুলিশের একটিদল সহ যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসিরা জানান, ঐদিন রাত ১০ টার দিকে দর্শনা উজলপুর গ্রামে বিএনপির একটি মিছিল বের হয়ে একই গ্রামের জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়ের সামনে পৌছিলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর উভয়ের মধ্যে সংঘর্ঘে জামায়াত সমর্থিত হাসান তারিখ (৫০)মেহেদি হাসান (৩৪) তারিকুল (৩০) ও বিএনপি সমর্থক মজিবর (৪০)জুনায়েদ সাকি(৩৪) রাকিব আলি (১৫) তাজুল হক (২০)বাবু ইসলাম
(২২) সহ ৮/১০ জন আহত হয় বলে উভয় পক্ষ দাবি করেছে।

দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোঃ মোশারেফ হোসেন জানান বিএনপির মিছিল থেকে এক মদ্যাপ ব্যাক্তি আমাদের নির্বাচনি অফিসে ঢুকে বাজে মন্তব্য করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, পরে আমাদের অফিসের চেয়ার সহ আসবাব পত্র ভাংচুর করে, যা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। দর্শনা বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি জনাব আসলাম আলি জানান জামায়াতের লোকজন মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাতে মারামারি বাধিয়েছে, যা থানায় অভিযোগ করেছি।

দর্শনা থানার ওসি জনাব মেহেদি হাসান জানান উভয় পক্ষই পৃথক অভিযোগ করেছে, তদন্তের জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। চুয়াডাঙা সহকারি পুলিশ সুপার জনাব আনোয়ারুল কবির জানান খবর শোনার পরে রাতেই বিজিবি ও পুলিশের টহল নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, পরিস্হিতি শান্ত রয়েছে।

গাংনীতে বিএনপির কার্যালয়ের পাশ থেকে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয়ের পাশ থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার সকালে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে সংরক্ষন করে।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের জগত আলীর চায়ের দোকানে বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয় করা হয়। সেখান থেকেই নির্বাচনী প্রচার প্রচার প্রচারনা চালানো হচ্ছিল। আজ শনিবার সকালে সেখানে লালটেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তুু পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তুুটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কে বা কাহারা বোমা সাদৃশ্য বস্তুু রেখে এলাকায় আতংঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

দর্শনায় বিএনপির বিশাল মিছিল ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের রামনগর গ্রামে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বাবু খানের সমর্থনে বিশাল মিছিল ও সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টার সময় ৬ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী অফিস থেকে শুরু হয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে মিছিলটি শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক দর্শনা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি হাফিজুল আলম মোল্লা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তরফদার সাবু, বিএনপি নেতা আজিজুল ইসলাম মন্ডল, নজরুল ইসলাম মন্ডল, ভিপি হারুন, লুৎফর রহমান, নজির আহমেদ, রেজাউল ইসলাম, শওকত আলী লিটন, দর্শনা পৌর যুবদলের সহ-সাধারন সম্পাদক জাহান আলী, আবু সাঈদ, মুকুল হোসেন, সোহেল তরফদার, মজিবার রহমান, উথান আহমেদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের দর্শনা থানা শাখার সহ-সাধারন সম্পাদক মোরশেদুর রহমান লিঙ্কন, যুবদল নেতা আবদুল্লাহ আল মামুন, মুক্তার, বানচা মন্ডল, লিটন দাস, পলাশ কুমার দাস, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। সবশেষে মেমনগর বিডি হাইস্কুল চত্ত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।